রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, এপ্রিল ২১, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

মাদক-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৮ বৈশাখ, ১৪৩২/ ২১ এপ্রিল, ২০২৫

বিষয়: **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) অস্ত্র সংগ্রহ ও ব্যবহার নীতিমালা-২০২৪ এর সংশোধন সংক্রান্ত।**

সূত্র: **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের স্মারক নং-৫৮.০২.০০০০.০০৯.০০.০৫৬.১৯-১৬৭, তারিখ: ০৯-০৪-২০২৫ খ্রিঃ**

নং **৫৮.০০.০০০০.০৬১.০২.০০৬.১৯-৮৯**—উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) অস্ত্র সংগ্রহ ও ব্যবহার নীতিমালা-২০২৪ সংশোধনপূর্বক সংশোধিত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

০২। বর্ণিতাবস্থায়, সংশোধিত নীতিমালা এতদ্‌সঙ্গে গেজেট প্রকাশ করা হলো।

মো: মহিউদ্দিন শামীম
সহকারী সচিব।

মূল্য : ১৬.০০

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) অস্ত্র সংগ্রহ ও ব্যবহার নীতিমালা (সংশোধিত) ২০২৫

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বাংলাদেশে মাদক অপরাধ দমনে নোডাল এজেন্সী হিসেবে কাজ করে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত জনবল নিয়মিত মাদক উদ্ধার অভিযান, মাদক চোরাকারবারীদের গ্রেফতার, মামলার তদন্ত ও পরিচালনার কাজে নিয়োজিত। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে এবং অভিযানকালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যগণের নিরাপত্তা ঝুঁকি বিবেচনায় "মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) অস্ত্র সংগ্রহ ও ব্যবহার নীতিমালা (সংশোধিত) ২০২৫" প্রণয়ন করা হইল।

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ:**

ক) এই নীতিমালা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) অস্ত্র সংগ্রহ ও ব্যবহার নীতিমালা (সংশোধিত) ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

খ) এই নীতিমালা জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

গ) এই নীতিমালার সকল বিধান মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা:**

(১) **'অধিদপ্তর'** অর্থ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৩ নং আইন) এর ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বা স্থাপিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর;

(২) **'দণ্ডবিধি, ১৮৬০'** অর্থ The Penal Code, ১৮৬০ (Act No. XLV of ১৮৬০);

(৩) **'পিআরবি ১৯৪৩'** অর্থ Police Regulations Bengal ১৯৪৩;

(৪) **'ফৌজদারী কার্যবিধি'** অর্থ The Code of Criminal Procedure, ১৮৯৮ (Act V of ১৮৯৮);

(৫) **'অস্ত্রের যত্ন' (Care)** বলিতে আরমারি বা অস্ত্রগার হইতে ইস্যু করার পর থেকে শেষ অবধি সব রকম বহন, আরমারিতে বা অস্ত্রগারে সংরক্ষণ, সময়মত পরীক্ষণ বা মেরামত এবং নথিপত্র সংরক্ষণ ইহার আওতাভুক্ত।

(৬) **'সংরক্ষণ' (Preservation)** বলিতে আগ্নেয়াস্ত্রের কোনো যন্ত্রাংশ পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া, যেমন: বাতাস, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি দ্বারা নষ্ট হইয়া যাওয়ার প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম বোঝায়।

(৭) **'রক্ষণাবেক্ষণ' (Maintenance)** বলিতে আগ্নেয়াস্ত্রকে সবরকম ব্যবহারের আগে ও পরে এবং মাঝে মাঝে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া তেল, গ্রীজ লাগাইয়া সংরক্ষণ করিয়া আরও শক্তিশালীকরণকে রক্ষণাবেক্ষণ বোঝায়।

(৮) **'আর্মোরার' (Armourer)** বলিতে অস্ত্রাগারের পরিসেবা প্রদানকারীকে বোঝাইবে। অস্ত্রের প্রাধিকারভুক্তদের সঠিক অস্ত্র ব্যবহার শেখানোর জন্য প্রশিক্ষণ, সঠিক অস্ত্র বাছাই এবং সুস্থিরভাবে ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ প্রদান, অস্ত্রসমূহের পরিসংখ্যান ও সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করাই আর্মোরারের দায়িত্ব হইবে।

(৯) **'অস্ত্রাগারের কোত (Corner of the Armory)'** বলিতে একটি অস্ত্রাগারের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা বিভাগকে বোঝাইবে যেখানে অস্ত্রাগার ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত কার্যক্রমসমূহ সম্পাদিত হয়। নির্দিষ্ট ধরনের অস্ত্র বা সরঞ্জামাদি পৃথক পৃথকভাবে সাজাইয়া রাখা, সঠিকভাবে পরিচালনা, যথাযথ ব্যবহার, ইনভেন্ট্রি এবং রক্ষণাবেক্ষণের সকল কার্যক্রম সম্পাদনের স্থানকে বোঝাইবে। অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের একজন উপপরিদর্শক বা তদূর্ধ্ব কোনো কর্মকর্তা কোত ইনচার্জ এর দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিবেন।

৩। **উদ্দেশ্য:**

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ এবং দায়িত্ব বা কর্তব্য পালনকালে ব্যক্তি ও বস্তুর (সরকারি সম্পত্তি বা উদ্ধারকৃত আলামত) নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের বিষয়ে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করাই এই নীতিমালার উদ্দেশ্য।

৪। **কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অস্ত্রের প্রাধিকার এবং অস্ত্রের ধরন ও ক্যালিবার:**

অধিদপ্তরের বর্তমান মোট জনবল ৩০৫৯ জন। তন্মধ্যে মহাপরিচালক ০১ জন, পরিচালক ০৪ জন, অতিরিক্ত পরিচালক ০৯ জন, উপ-পরিচালক ৯০ জন, সহকারী পরিচালক ৯৩ জন, পরিদর্শক ১৮৬ জন, উপ-পরিদর্শক ২১০ জন, সহকারী উপ-পরিদর্শক ২৮৫ জন এবং ৯২৮ জন সিপাইসহ মোট- ১৮০৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী মাঠ পর্যায়ে সরাসরি মাদক অপরাধ দমন কাজে জড়িত। এর মধ্যে মাঠ পর্যায়ে উপ-পরিচালক ৯০ জন, সহকারী পরিচালক ৯৩ জন, পরিদর্শক ১৮৬ জন, উপ-পরিদর্শক ২১০ জন, মোট ৫৭৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য (প্রাধিকার অনুযায়ী) অস্ত্র সংগ্রহ আবশ্যক।

অস্ত্রের বিবরণ	প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী	অস্ত্রের চাহিদা	মন্তব্য
৯ মিঃমিঃ সেমি অটোমেটিক পিস্তল	**উপপরিদর্শক হইতে উপপরিচালক পর্যন্ত**	৫৭৯ টি (উপ-পরিচালক ৯০ জন, সহকারী পরিচালক ৯৩ জন, পরিদর্শক ১৮৬ জন, উপ-পরিদর্শক ২১০ জন)	প্রস্তাবিত ক্ষুদ্রাস্ত্রসমূহ মোটামুটি আধুনিক, মূল্য তুলনামূলক কম আছে এবং প্রস্তাবিত অস্ত্র পুলিশ, আনসার, বিজিবি বা অন্যান্য আইন শৃংখলা বাহিনীর সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া মূল্য, ন্যূনতম ক্ষয়ক্ষতি ও উদ্দেশ্য সাধন এর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৫। আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের পদ্ধতি:

বর্ণনা	মন্তব্য
ক) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২১/০৪/১৯৭৭ তারিখের জারীকৃত ক্ষুদ্রাস্ত্র নীতিমালা অনুযায়ী অধিদপ্তরের চাহিদানুযায়ী অস্ত্র ও গোলাবারুদ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের মাধ্যমে সংগ্রহ করিতে হইবে।	অস্ত্র ক্রয়ের নীতিমালা অনুসরণ ও অস্ত্র সংগ্রহ বা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণে রাখিবার জন্য এ পন্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে।

৬। আরমারি বা অস্ত্রাগার (Armoury):

(ক) অস্ত্র সংরক্ষণের জন্য নিকটস্থ জেলা প্রশাসকের ট্রেজারী রুম অথবা জেলা পুলিশ লাইনস অথবা থানা ব্যবহার করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে অবশ্যই রেজিস্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(খ) অস্ত্র সংরক্ষণের জন্য প্রধান কার্যালয়সহ অধিদপ্তরের নিজস্ব সকল অফিস ভবনে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনবল নিশ্চিতপূর্বক নিজস্ব আরমারি বা অস্ত্রাগার নির্মাণ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

৭। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার ও বিধি-বিধান:

৭.১ গুলিবর্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলি:

বর্ণনা	মন্তব্য
মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা, আসামি গ্রেফতার ও আলামত উদ্ধার, আত্মরক্ষা এবং সরকারি সম্পত্তি যেমন: অস্ত্রসস্ত্র, গোলাবারুদ, স্থাপনা, যানবাহন উদ্ধার, উদ্ধারকৃত আলামত, আসামি, জব্দকৃত আলামত, সম্পদ প্রভৃতি রক্ষা করার আইনানুগ অধিকার রক্ষার্থে শক্তি প্রয়োগ তথা আস্ত্রসস্ত্র ব্যবহার করা যাইবে। তবে যে কোনো অবস্থাতেই অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করা যাইবে না এবং ঘটনার পর যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্যভাবে বল প্রয়োগ বা গুলিবর্ষণের প্রমাণ দেখাইতে হইবে।	বর্ণিত নীতিমালা পুলিশ, আনসার, বিজিবি বা অন্যান্য আইন-শৃংখলা বাহিনীর বেলায় প্রয়োগ হইয়া থাকে।

৭.২ গুলিবর্ষণ আদেশ প্রদানকারী:

মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা, আসামি গ্রেফতার ও আলামত উদ্ধার, আত্মরক্ষা বা সরকারি সম্পত্তি রক্ষা যেমন- অস্ত্রসস্ত্র, গোলাবারুদ, স্থাপনা, যানবাহন, উদ্ধারকৃত আলামত, আটককৃত আসামি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঘটনাস্থলে উপস্থিত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা (পরিদর্শকের নিম্নে নহে) গুলিবর্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং আদেশ দিবেন।

৭.৩ গুলিবর্ষণ পূর্ব কার্যক্রম:

গুলিবর্ষণের পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয় নিশ্চিত করিতে হইবে—

ক) হঠাৎ করিয়া কোনো কারণে গুলিবর্ষণের প্রয়োজনীতা দেখা দিলে কর্তব্য পালন স্থানের পরিস্থিতি অবনতি হওয়ার সম্ভবনা থাকিলে টিম লিডার কর্তৃক তা অনতিবিলম্বে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাকে অবহিত করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/পুলিশ সুপার/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট/থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করিতে হইবে।

খ) ঘটনার স্থান, দূরত্ব এবং পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক বাস্তবতার আলোকে সম্ভব হইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বা মেট্রো বা জেলা বা বিভাগীয় গোয়েন্দা বা বিশেষ জোন কার্যালয়ের কর্মকর্তা (সহকারী পরিচালক বা উপপরিচালক বা অতিরিক্ত পরিচালক) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উক্ত স্থানে গমন করিবেন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিবেন।

গ) উত্তেজনা প্রশমন বা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনিবার জন্য পরিস্থিতি বিবেচনায় সম্ভব হইলে গুলিবর্ষণের পূর্বে প্রথমে উত্তেজিত জনতাকে হ্যান্ড মাইকে বা অন্য কোনো মাধ্যমে অনুরোধ করিতে হইবে। যত দ্রুত সম্ভব গুলিবর্ষণকে পরিহার করিয়া পরিস্থিতি মোকাবেলার চেষ্টা করিতে হইবে।

ঘ) গুলিবর্ষণের আদেশ দেওয়ার পূর্বে যতদূর সম্ভব বল প্রয়োগ যেমন- লাঠিচার্জ ও অস্ত্রের বাট দ্বারা আঘাতের মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করিতে হইবে।

ঙ) একমাত্র সর্বশেষ পন্থা হিসেবে অনুচ্ছেদ ৭.২ এ উল্লিখিত ব্যক্তি গুলিবর্ষণের আদেশ দিতে পারিবেন। তবে সেই ক্ষেত্রে আদেশ প্রদানকারীকে অধিদপ্তর বা নির্বাহী তদন্তে গুলিবর্ষণের যৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে হইবে।

৭.৪ গুলিবর্ষণ করার সময় অবশ্য পালনীয় নির্দেশাবলি:

গুলিবর্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর নিম্নলিখিত ক্রমধারায় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে:

ক) প্রথমেই কারো দিকে তাক না করিয়া আকাশের দিকে তাক করিয়া ন্যূনতম সংখ্যক ফাঁকা গুলিবর্ষণ করিতে হইবে এবং ঘোষণা দিতে হইবে যে, এর পর সরাসরি তাক করিয়া গুলিবর্ষণ করা হইবে।

খ) যতদূর সম্ভব ন্যূনতম বল প্রয়োগ করিয়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। ১ থেকে ২ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করিয়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হইলে এর অধিক রাউন্ড ফায়ার করা যাইবে না।

গ) ন্যূনতম সংখ্যক ফাঁকা গুলিবর্ষণের মাধ্যমে সতর্ক করিবার পরেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসিলে পরবর্তীতে ০১ (এক) রাউন্ড করিয়া যে কোনো একজন মাদক কারবারিকে টার্গেট করিয়া কোমরের নিচে অর্থাৎ হাঁটু অথবা পায়ে গুলি করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে মাদক কারবারি বা মাদক কারবারে সংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসী বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের নেতা অথবা অবৈধ হাতিয়ার বহনকারী এমন লোককেই নিশানা করিতে হইবে।

ঘ) যে কোনো একজনের দিকে তাক করিবার সময় খেয়াল রাখিতে হইবে যে, বর্ষিত গুলি যেন কোনো ক্রমেই পেছনে অন্য কাউকে আঘাত না করিতে পারে।

ঙ) ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় অথবা আবাসিক এলাকায় অথবা সমবেত উচ্ছৃঙ্খল জনতার উপর গুলিবর্ষণের সময় খেয়াল রাখিতে হইবে যে, বর্ষিত গুলি যেন অন্য কোনো নিরাপরাধ জনগণকে আঘাত করিতে না পারে অথবা বর্ষিত যে কোনো একটি গুলি একসাথে একের অধিক ব্যক্তিকে আঘাত না করিতে পারে। খেয়াল রাখিতে হইবে যে, গুলিবর্ষণ করা হইলে বুলেট ন্যূনতম ২০০০ গজ পর্যন্ত কার্যোপযোগী থাকে এবং এই দূরত্বের মধ্যে কাউকে আঘাত করিলে তার প্রাণহানি হওয়ার আশংকা থাকিবে।

চ) গুলিবর্ষণের সময় আরও খেয়াল রাখিতে হইবে যেন বর্ষিত গুলি যে কোনো কঠিন দ্রব্যে আঘাত করতঃ দিকভ্রষ্ট হইয়া অন্য কোনো জনগণের প্রাণহানির কারণ না হইয়া যায়।

ছ) প্রথমে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নির্দিষ্ট একজন সদস্যের নাম উল্লেখপূর্বক গুলির সংখ্যা উল্লেখ করতঃ গুলিবর্ষণের আদেশ দিতে হইবে। প্রথমে একই সাথে সকলকে একত্রে গুলিবর্ষণের আদেশ দেওয়া যাইবে না। তবে পরিস্থিতির অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে একের অধিক সংখ্যক সদস্যকে নির্দিষ্ট করতঃ ০১(এক) রাউন্ড করে গুলিবর্ষণের নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে।

জ) গুলিবর্ষণের পর গুলির খোসা অবশ্যই সংগ্রহ করিতে হইবে।

ঝ) ন্যূনতম গুলিবর্ষণ করার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসিলে গুলিবর্ষণ বন্ধ করিতে হইবে।

ঞ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় বা অহেতুক ভীত হইয়া এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ না করে উপস্থিত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা তা নিশ্চিত করিবেন।

ট) প্রতিটি ক্ষেত্রে গুলিবর্ষণ আদেশ প্রদানকারী ব্যক্তি গুলিবর্ষণ আদেশ দেওয়ার যৌক্তিকতা পরবর্তীতে যুক্তিযুক্তভাবে উপস্থাপনের জন্য দায়ী থাকিবেন।

৭.৫ গুলিবর্ষণ বা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের পর করণীয়:

ক) যে কোনো উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গুলিবর্ষণ করার প্রয়োজন হইলে অথবা জরুরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটিলে তা তাৎক্ষণিকভাবে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বা মেট্রো বা জেলা বা বিভাগীয় গোয়েন্দা বা বিশেষ জোন কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা মহাপরিচালককে অবহিত করিবেন।

খ) অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বা মেট্রো বা জেলা বা বিভাগীয় গোয়েন্দা বা বিশেষ জোন কর্মকর্তা সংবাদ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে গমন করিবেন, বিস্তারিত অবহিত হইবেন। পরিচালক (অপারেশনস্ ও গোয়েন্দা)-কে টেলিফোনের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করিবেন এবং তিনি মহাপরিচালককে অবহিত করিবেন।

গ) অভিযানকারী দলের টিম লিডার যত শীঘ্র সম্ভব মৃত দেহগুলোকে (যদি থাকে) পুলিশ না আসা পর্যন্ত পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন এবং আহতদের হাসপাতালে প্রেরণ করিবেন।

ঘ) তিনি বর্ষণকৃত গুলির খোসা সংগ্রহ করিয়া ইস্যুকৃত রাউন্ড সংখ্যার সাথে মিলিয়া দেখিবেন।

ঙ) তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ও সঠিক প্রতিবেদন (পরিশিষ্ট-ক) তৈরী করিবেন যাহার মধ্যে ব্যবহৃত গুলির রাউন্ড সংখ্যাসহ ঘটনার একটি নির্ভুল বিবরণ থাকিবে এবং নিজ হেফাজতে সংরক্ষণ করিবেন।

চ) অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বা মেট্রো বা জেলা বা বিভাগীয় গোয়েন্দা বা বিশেষ জোনের কর্মকর্তা উল্লিখিত প্রতিবেদনটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর অনতিবিলম্বে প্রেরণ করিবেন এবং এর অনুলিপিও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর প্রেরণ করিবেন।

ছ) প্রতি ক্ষেত্রেই গুলিবর্ষণের ঘটনার পরবর্তীতে যথাশীঘ্রই সংশ্লিষ্ট থানায় এজাহার বা মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করিতে হইবে। অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বা মেট্রো বা জেলা বা বিভাগীয় গোয়েন্দা বা বিশেষ জোন কর্মকর্তা বিষয়টি তদারকি করিবেন। এক্ষেত্রে অভিযানে নেতৃত্বদানকারী বা টিম লিডার বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এজাহারকারী হিসেবে অভিযোগ দায়ের করিবেন। প্রয়োজনে অভিযানকারী দলের অন্য সদস্যগণ সাক্ষী হিসেবে থাকিতে পারিবেন।

৭.৬ গুলিবর্ষণ বা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের পর তদন্ত:

অনুচ্ছেদ ৭.১ অনুযায়ী গুলিবর্ষণ বা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হইলে তা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কিনা তথা সরকারি বিধির-বিধানগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করা হইয়াছে কিনা তাহা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনে যথাসম্ভব বিভাগীয় এবং নির্বাহী তদন্ত করা যাইবে। সেই ক্ষেত্রে নিম্নানুসারে তদন্ত কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হইবে:

(ক) বিভাগীয় তদন্তের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক গুলিবর্ষণকারীর টীম লিডার অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ কোনো কর্মকর্তার মাধ্যমে বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(খ) পিআরবি এর প্রবিধান ১৫৭ মোতাবেক পরিচালিত নির্বাহী তদন্ত হইতে উপর্যুক্ত বিভাগীয় তদন্ত হইবে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

(গ) বিভাগীয় তদন্ত সম্পন্ন হওয়া মাত্রই তদন্ত প্রতিবেদনটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করিতে হইবে।

(ঘ) এতদব্যতীত পিআরবি-১৯৪৩ এর প্রবিধান ১৫৭ মোতাবেক গুলিবর্ষণের যৌক্তিকতা নিরূপনার্থে নির্বাহী তদন্ত সম্পন্ন করা যাইবে।

(ঙ) নির্বাহী তদন্তের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজনে গুলিবর্ষণের ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট টিম লিডার ব্যতীত অধিদপ্তরের জ্যেষ্ঠ একজন কর্মকর্তাকে অর্ন্তভুক্ত করিয়া একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবেন। তবে অধিদপ্তরের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা অবশ্যই সহকারী পরিচালক এর নিম্নে হইবেন না।

(চ) তদন্তের সময় কোনো পক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে আইনজীবীর উপস্থিতি অনুমোদিত হইবে না। তবে অধিদপ্তরের কোনো কর্মচারী বা কর্মকর্তার আচরণ তদন্তের বিচার্য বিষয় হইলে তাহাকে সাক্ষীদের প্রশ্ন ও জেরা করিবার অনুমতি দেওয়া যাইবে এবং তিনি মৌখিক বা লিখিতভাবে বিবৃতি দিতে পারিবেন।

(ছ) তদন্ত শেষ হওয়া মাত্রই তদন্তকারী কর্মকর্তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের নিকট একটি প্রতিবেদন পাঠাইবেন এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট প্রতিবেদনের একটি কপি প্রেরণ করিবেন।

৮। **ইউনিট সংরক্ষণ:**

ইউনিটের কোত বলিতে অস্ত্র রাখার প্রধান স্থানকে বোঝাইবে। প্রশিক্ষণ কিংবা অপারেশনের জন্য নিয়মিতভাবে কিংবা প্রয়োজনবোধে কোত হইতে অস্ত্র বাহির করিতে হইবে। অস্ত্র বাহির করিবার সময় এবং কোতে পুনরায় রাখিবার সময় সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। কোতে রাখিবার সময় যথেষ্ট সর্তকতার সঙ্গে অস্ত্র সাজাইয়া রাখিতে হইবে। কোতের ভিতরে কোনো অস্ত্র যেন দেওয়াল কিংবা মেঝে ঘেষিয়া না থাকে। অস্ত্র নাড়াচাড়ার ব্যাপারে ইউনিটের একটি নির্দেশিকা কোতে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে।

৯। **কোত হইতে অস্ত্র ইস্যু করা:**

ইউনিটের কোত হইতে গার্ড ডিউটি, প্রশিক্ষণ অথবা অপারেশনের জন্য অস্ত্র ইস্যু করিবার সময় কোত ইনচার্জ এবং যেই সদস্য অস্ত্র গ্রহণ করিবেন, উভয়েই অস্ত্রকে ভালভাবে দৃষ্টি-নিরীক্ষা করিয়া নিশ্চিত হইবেন যে, অস্ত্র ত্রুটিমুক্ত ও ব্যবহার উপযোগী এবং প্রধান যন্ত্রাংশগুলি ঐ অস্ত্রেরই অংশ। কোতে জমা করিবার সময় অস্ত্রকে ভালভাবে দেখিয়া নিতে হইবে।

১০। **রক্ষণাবেক্ষণ (Maintenance)**

১০.১ **অস্ত্র খোলা ও জোড়া:**

যাহার অর্থে বোঝাইবে অস্ত্রকে কতটুকু পর্যন্ত (বিভিন্ন সাব এ্যাসেম্বলী বা যন্ত্রাংশ পর্যন্ত) ব্যবহারকারীরা খুলিতে পারে। কতগুলো যন্ত্রাংশ কিংবা সাব এ্যাসেম্বলী আছে সেসব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য সব সময় ব্যবহারকারীর খোলার প্রয়োজন পড়িবে না।

১০.২ **প্রশিক্ষণকালে:**

ইউনিটের প্রশিক্ষণ এলাকায় প্রশিক্ষণের জন্য অস্ত্র বাহির করিয়া নেওয়ার সময় অস্ত্রকে না খুলিয়া কাপড় দিয়া বাহিরের অতিরিক্ত তেল বা গ্রীজ মুছিয়া নিতে হইবে। প্রশিক্ষণের পর অস্ত্রকে অর্ধ খুলিয়া কাপড় দিয়া ভালভাবে পরিষ্কার করিয়া নতুন করিয়া তেল বা গ্রীজ লাগাইয়া কোতে জমা দিতে হইবে। অস্ত্রকে পরিষ্কার করিবার সময় দেখিতে হইবে প্রশিক্ষণকালে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে কিনা, যদি হইয়া থাকে, তাহলে উহা প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধায়ককে তাৎক্ষণিক জানাইতে হইবে এবং কোতের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে উপযুক্ত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য বলিতে হইবে।

১০.৩ অপারেশনে:

পরিকল্পিত অপারেশনের পূর্বে কাপড় দিয়া পরিষ্কার করিয়া অস্ত্রকে ফায়ারিং উপযোগী করিয়া অপারেশন শুরু করিতে হইবে। অপারেশন যদি আকস্মিক হয় এবং সময় স্বল্পতায় অস্ত্রকে অর্ধ খুলিয়া পরিষ্কার করা সম্ভব না হয়, তবে অপারেশনে অস্ত্র নিয়া যাওয়ার আগে অন্তত: ব্যারেলের অভ্যন্তর এবং বোল্টের অগ্রভাগ কাপড় দিয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া বিকল্পভাবে ফায়ারিং উপযোগী করিয়া নিতে হইবে। অপারেশন চালাকালীন এবং সুযোগ পাইলেই (সম্ভব হইলে দিনে একবার করিয়া) অস্ত্রকে অর্ধ খুলিয়া পরিষ্কার করিয়া তেল/গ্রীজ লাগাইয়া আবার কাপড় দিয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া নিতে হইবে। অপারেশনের সময় ফায়ারিং করিবার পর এই প্রক্রিয়া অতীব জরুরি হইয়া পড়ে। অপারেশনের সময় যদি বৃষ্টি-বাদলে কিংবা খাল-বিল, নদী-নালা দিয়া চলিতে গিয়া অস্ত্র ভিজিয়া যায় তাহা হইলে পরবর্তীতে প্রথম সুযোগেই অস্ত্রকে পূর্ণ খুলিয়া পরিষ্কার করিয়া তেল বা গ্রীজ লাগাইয়া ফায়ারিং উপযোগী করা উচিত হইবে। অপারেশনের সময় রক্ষণাবেক্ষণের কোনো কার্যক্রমই বাধ্যতামূলক করা হইল না, কারণ অপারেশন চালাকালীন কখন কতটুকু সময় অস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণের করার জন্য সময় ব্যয় করা যাইতে পারে তাহা অস্ত্র ব্যবহারকারীরাই ভাল জানেন। তাই তাহারাই সিদ্ধান্ত লইবেন কখন কতটুকু সময় রক্ষণাবেক্ষণ করা দরকার। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, অস্ত্র ব্যবহারকারীদের নিজেদের জীবনের স্বার্থেই যথাসম্ভব উল্লিখিত রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

১০.৪ তেলগ্রীজ মুক্ত করা:

ফায়ারিং করিবার সময় পাউডার বা গ্যাস যদি তেল বা গ্রীজের সংগে উচ্চ তাপমাত্রায় মিশিয়া যায়, তাহা হইলে যে পদার্থের উৎপত্তি হইবে, তাহা অস্ত্রের পরবর্তী কার্যক্রমকে ব্যাহত করিবে। তাই যে সমস্ত স্থানে পাউডার বা গ্যাস লাগিতে পারে, সে সমস্ত স্থানে যেন তেল বা গ্রীজ জাতীয় পদার্থ না থাকে, তা ফায়ারিং এর আগেই অস্ত্রকে পরিষ্কার করিয়া নিশ্চিত করিতে হইবে। যেমন: রাইফেল এর ক্ষেত্রে ব্যারেলের অভ্যন্তর, রিসিভার ও বোল্ট, ক্যারিয়ার গ্রুপের অগ্রভাগ, ম্যাগাজিনের মুখ, গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাস পোর্ট এবং পিষ্টনের অগ্রভাগকে কাপড় দিয়া মুছিয়া তেল বা গ্রীজ মুক্ত করিতে হইবে। এমনিভাবে অস্ত্রের যে সমস্ত অংশে পাউডার বা গ্যাস লাগিতে পারে, সে সমস্ত অংশকে কাপড় দিয়া মুছিয়া তেল বা গ্রীজ মুক্ত করিতে হইবে।

১০.৫ চলমান যন্ত্রাংশে লুব্রিকেন্ট করা:

যে সমস্ত চলমান অংশে সরাসরি পাউডার বা গ্যাস না লাগে যেমন: টিয়ার মেকানিজম, সে সমস্ত অংশবিশেষে সামান্য তেল লাগাইয়া যন্ত্রাংশের চলাচলকে সহজতর করিতে হইবে। যে সমস্ত চলমান অংশে পাউডার বা গ্যাস সামান্য পরিমাণ লাগে কিংবা লাগিবার আশংকা থাকে, সে সমস্ত স্থানে অতি সামান্য তেল লাগাইয়া যন্ত্রাংশের চলাচলও সহজতর করা যাইতে পারে, তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন তেলের পরিমাণ এতটা না হইয়া যায়, যাহাতে যন্ত্রাংশে গ্যাসের জন্য সংরক্ষিত এলাকায় তেল ছিটকাইয়া আসে।

১০.৬ ফায়ারিংপূর্ব অস্ত্র পরীক্ষণ:

ফায়ারিং করার আগে অস্ত্রকে পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিত হইতে হইবে। যেমন: অস্ত্রের সব কয়টা মেকানিজম/স্বয়ংক্রিয় মেকানিজম কার্যকরী রহিয়াছে কি না, ফায়ারিং পিনপ্রট্রুশন ঠিকমত রহিয়াছে কি না, ফায়ারিং সাইট ঠিক রহিয়াছে কি না।

১১। ব্যবহারের সময় ত্রুটি:

ক. যদি অস্ত্র ব্যবহারের সময় কোনোরূপ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তাহলে অস্ত্রকে সংগে সংগে সেই স্থানে আর্মোরার দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক সম্ভাব্য মেরামত করাইয়া অস্ত্রকে পুনরায় কাজে লাগাইতে হইবে। কোনো বড় ধরনের ত্রুটি হইয়াছে বলিয়া কোত ইনচার্জ মনে করিয়া থাকেন, তাহলে অস্ত্রকে দ্রুততার সহিত অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত ওয়ার্কশপে মেরামতের জন্য পাঠাইতে হইবে। উল্লেখ্য যে, কোতে অস্ত্র রাখিবার সময় যদি কোনো ত্রুটি শনাক্ত হয়, তাহা হইলে কোত ইনচার্জ দ্রুততম সময়ের মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণ বা মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

খ. প্রাধিকারভুক্ত কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর নামে ইস্যুকৃত আগ্নেয়াস্ত্রের কোনো যন্ত্রাংশ ভাঙ্গিয়া যাওয়া বা অকেজো হইয়া যাওয়ার যৌক্তিকতা কোত ইনচার্জ নির্ধারণ করিবেন। কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী ইচ্ছাকৃতভাবে অস্ত্রের কোনো অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা ক্ষতিগ্রস্ত করিলে কোত ইনচার্জ কাল বিলম্ব না করিয়া লিখিতভাবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তদন্তের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিদ্যমান সরকারি কর্মচারী আইন বা বিধি মোতাবেক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১২। **অস্ত্র মেরামত (Repair):**

বর্তমানে অস্ত্র মেরামতের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিজ্ঞ কর্মকর্তা-কর্মচারী না থাকায় বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বা বিজিবি বা আনসার বা পুলিশ বিভাগ বা অন্য কোনো সংস্থার সহায়তায় তা কার্যকরী করা যাইতে পারে। পরবর্তীতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরী করিয়া নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অস্ত্র মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে।

১৩। **সংরক্ষণ (Preservation):**

অস্ত্রে প্রধানত ইস্পাত এবং কাঠের অংশ থাকে। এর দুইটাকেই স্থায়ী এবং ক্ষণস্থায়ী সংরক্ষণ করা হইয়া থাকে।

(ক) **স্থায়ী সংরক্ষণ:** ইস্পাত/লোহার যন্ত্রাংশ সাধারণত পেইন্ট, ফসফেটিং এবং অক্সিডেশন প্রলেপ দিয়া ও কাঠের যন্ত্রাংশকে বার্নিশ দ্বারা স্থায়ী সংরক্ষণ করিতে হয়।

(খ) **ক্ষণস্থায়ী সংরক্ষণ:** ক্ষণস্থায়ী সংরক্ষণ মূলত স্থায়ী সংরক্ষণকে শক্তিশালী করিবার জন্য করা হইয়া থাকে। সাধারণত তেল বা গ্রীজ দিয়া তা করিতে হয়। সাধারণত যে সকল অস্ত্রে স্থায়ী সংরক্ষণ পুরাতন হইয়া থাকে সে সকল অস্ত্রে ক্ষণস্থায়ী সংরক্ষণ জরুরি।

(গ) **সাময়িক সংরক্ষণ:** সাময়িক সংরক্ষণ মূলত স্থায়ী সংরক্ষণকে নতুন রূপ দেওয়ার জন্য করা হয়। ফায়ারিং এর সময় উত্তপ্ত হইয়া বা অন্য কোনো উপায়ে স্থায়ী সংরক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সাময়িক সংরক্ষণ গ্রহণ করা হয়। তাপ প্রতিরোধক রং বা সাধারণ রং ব্যবহার করিয়া এটা করিতে হয়।

১৪। **কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ:**

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বা বিজিবি বা আনসার বা পুলিশ বিভাগের সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ একাডেমিতে অধিদপ্তরের প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে অস্ত্র চালনার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে হইবে। পরবর্তীতে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্য হইতে দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরী করিয়া অধিদপ্তরের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ দেওয়া যাইতে পারে।

১৫। আরমারি বা অস্ত্রাগার পরিদর্শন (Inspection of Armoury):

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের প্রধান কর্তৃক প্রত্যেক মাসে অস্ত্রাগার পরিদর্শন করিয়া সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারসমূহে প্রত্যয়ন করিবেন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের একটি কপি মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১৬। **আগ্নেয়াস্ত্র হারানোর বিষয়ে কার্যক্রম:**

ক. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রাধিকারভুক্ত কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর নামে ইস্যুকৃত আগ্নেয়াস্ত্র হারাইয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি তাহার কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাকে অবহিত করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করিতে হইবে। নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা অনতিবিলম্বে মৌখিকভাবে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন এবং জিডির কপিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি লিখিত প্রতিবেদন মহাপরিচালকের নিকট এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিবেন।

খ. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রাধিকারভুক্ত কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর নামে ইস্যুকৃত আগ্নেয়াস্ত্র হারাইয়া গেলে তাহার যথাযথ কারণ নিরূপণের জন্য মহাপরিচালক তদন্তের ব্যবস্থা করিবেন। তদন্তে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর কোনো অবহেলা পরিলক্ষিত হইলে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্যমান সরকারি কর্মচারী আইন বা বিধি মোতাবেক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

১৭। **অকেজো ও মেরামত অযোগ্য আগ্নেয়াস্ত্রের বিষয়ে কার্যক্রম:**

দায়িত্বপ্রাপ্ত আর্মোরার প্রথমে যথাযথ কারণ উল্লেখ করিয়া অকেজো ও মেরামত অযোগ্য আগ্নেয়াস্ত্রের একটি তালিকা প্রস্তুত করিবেন। উক্ত তালিকাভুক্ত আগ্নেয়াস্ত্রসমূহ বাজেয়াপ্তকরণের উদ্দেশ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করিবেন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক উক্ত তালিকা অনুসারে আগ্নেয়াস্ত্রসমূহ বাজেয়াপ্তকরণ ও বিনষ্টকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

পরিশিষ্ট-ক

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) অস্ত্র সংগ্রহ ও ব্যবহার নীতিমালা (সংশোধিত) ২০২৫

ঘটনার প্রতিবেদন

গুলিবর্ষণের কোনো ঘটনা ঘটিলে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসিবার পর গুলিবর্ষণকারী টিম লিডারের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা অনতিবিলম্বে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন। উক্ত প্রতিবেদনে যে সমস্ত বিষয় বা তথ্য অর্ন্তভুক্ত করা যাইতে পারে তাহার একটি সম্ভাব্য তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

১। ঘটনার দিন ও তারিখ;

২। ঘটনার ব্যাপ্তি;

৩। ঘটনার স্থান (ঠিকানাসহ);

৪। গুলিবর্ষণের নির্দেশ প্রদানকারীর নাম ও পদবি;

৫। ঘটনাস্থলে অভিযান পরিচালনাকারী টিম লিডারের নাম ও পদবি;

৬। অভিযান পরিচালনাকারী টিমের সকল সদস্যর তালিকা (নাম ও পদবিসহ);

৭। ইস্যুকৃত হাতিয়ার বা আগ্নেয়াস্ত্রের প্রকার ও সংখ্যা;

৮। ঘটনার বিবরণ:

ক) ঘটনার সূত্রপাত (কারণসহ);

খ) গুলিবর্ষণের কারণ;

গ) যাহার নির্দেশে গুলিবর্ষণ করা হইয়াছে;

ঘ) গুলিবর্ষণকারীর সংখ্যা;

ঙ) বর্ষিত গুলির মোট রাউন্ড সংখ্যা;

চ) গুলিবর্ষণ শেষে সংগৃহীত খালি খোসার সংখ্যা;

ছ) আহত এবং নিহতের সংখ্যা (পরিচয়সহ);

জ) আহত এবং নিহতদের বিষয়ে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার বিবরণ;

ঝ) ঘটনা ঘটিলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে সংবাদ প্রদান করা হইয়াছিল কিনা?

ঞ) পুলিশ কর্তৃপক্ষকে সংবাদ প্রদান করা হইলে তাহারা কতক্ষণ পর ঘটনাস্থলে আসে সেই সময়;

ট) গুলিবর্ষণের পূর্বে বা পরে কাহারো সহিত যোগাযোগ করা হইয়াছে কিনা?

ঠ) থানায় জিডি/মামলা দায়ের করা হইলে তাহার বিবরণ।

৯। সাক্ষী বা প্রত্যক্ষদর্শীদের নাম, ঠিকানাসহ জবানবন্দি;

১০। অন্য কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd